দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ · 15 · JAN 20 3
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আমাদের নারী শিক্ষা

মানুষের জীবনের সাথে শিক্ষার সম্বন্ধটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জন্মগ্রহণ করার পর হতে শিক্ষা লাভ করতে আরম্ভ করি এবং সে শিক্ষা বিভিন্ন রকমের। যে শিক্ষা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং যে শিক্ষা আমাদের জীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংগঠন করতে সহায়তা করে। নির্দিষ্ট বয়স হতে আমাদের জীবনে শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ঐ সময় শিশু শিক্ষার্থীকে তার পিতা-মাতা স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। সাধারণত শিক্ষা লাভের সম্মুখে থাকে প্রধানত দু'টি উদ্দশ্য। জ্ঞানান্বেষণ ও জীবিকার্জন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয় দশ বছর পরে। এরপর শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে অথবা সামর্থ্যে হলে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলেজে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী শিক্ষার হার নিতান্তই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা উচ্চ শিক্ষা তথা নূন্যতম শিক্ষার হাত থেকে বঞ্চিত। সামথ্যবান শিক্ষার্থীরা পাঁচ-ছয় বছর পর উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে সে প্রবেশ করে কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু এই সময়েই দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর পনের-ষোল বছরের শিক্ষা তার কর্মক্ষেত্রে কোনরূপ সাহায্য করতে পারে না। কারণ অধিকাংশ সময় এ বছরগুলোতে আমাদের কেবল পুস্তকের সাহায্যেই শিক্ষা লাভ করতে হয়। ব্যবহারিক শিক্ষার অভাবে কর্মজীবনে আমরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হই। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে দশ বছরের শিক্ষা তাদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী করে তোলে। ঐ সকল দেশে অযথা কতগুলো পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে মস্তিষ্ক অসুস্থ না করে যার যে বিষয়ে প্রতিভার বিকাশ ঘটে তাকে সেই বিষয়েই উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে বৃটিশ আমলের পূর্বের ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। সেই সময় ভারতের প্রতি স্থানে টোল বা মক্তবে জীবন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হত এবং এর জন্য তাদেরকে জীবিকা সংস্থানের জন্য কারও তোষামোদ করতে হত না। তারপর এদেশে ইংরেজদের আগমন হল। এই সময় ভারতবর্ষের শিক্ষা জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হল। ইংরেজরা তাদের প্রয়োজনবোধে এবং কেরানি প্রস্তুতির জন্য এদেশে বিদ্যালয় স্থাপন করে ও ঐ সময়ে সেরূপ আদর্শে শিক্ষা দেওয়া শুরু করে। বস্তুত ইংরেজরা এদেশে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাবার জন্য শিক্ষার প্রচলন করেনি, তাহাদের কার্যোদ্ধারের জন্যই এই প্রচেষ্টা। কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য দেশে এই রীতিতে শিক্ষা দেয়া হয় নাই।

জীবনের সাথে শিক্ষার সম্বন্ধ নিকট, এ কথা বলার প্রয়োজন রাখে না। কিন্তু এদেশে ছেলেমেয়েরা মনের মত গড়ে উঠতে পারে না। ফলে কেবল জীবিকার্জনের জন্য অনভিপ্রেত জীবনে প্রবেশ করতে হয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে রয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা। প্রায়ই দেখা যায়, আমাদের দেশে অনেক শিক্ষার্থীরই উপযুক্ত শিক্ষা লাভের পথ রোধ করে দাঁড়ায় তার অর্থনৈতিক অবস্থা।

বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যুগ চলছে। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রভাব পাশ্চাত্যেই বেশি। ঐ সকল দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষা দেয়া হয়। যদিও আমাদের দেশে পশ্চিম দেশীয় চালচলন, পোশাক, আচার-বিচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু যে আধুনিকতা ঐ দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে তা গ্রহণ করা হয়নি বা গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়নি। দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ প্রায় একত্রিশ বছর। কিন্তু আমাদের শিক্ষা মানের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। এই সময়ের মধ্যে কেবল শাসকচক্রেরই বার বার বদল হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্পর্কে মাথা ঘামিয়ে তারা তাদের অমূল্য সময় নষ্ট করতে চান না। ফলে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে সব বিষয়ে এক সময়ের মধ্যেই শেখাতে বদ্ধপরিকর। এর ফলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ অল্পজনের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে সত্য সত্যই যদি শিক্ষিত করতে হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষকে বিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষার্থীর মনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেকটি নাগরিককে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তবেই দেখা যাবে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে এবং আমরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারছি যা আমাদের ব্যবহারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনে কাজে আসছে।

❑ মমতাজ আগা সাদাত